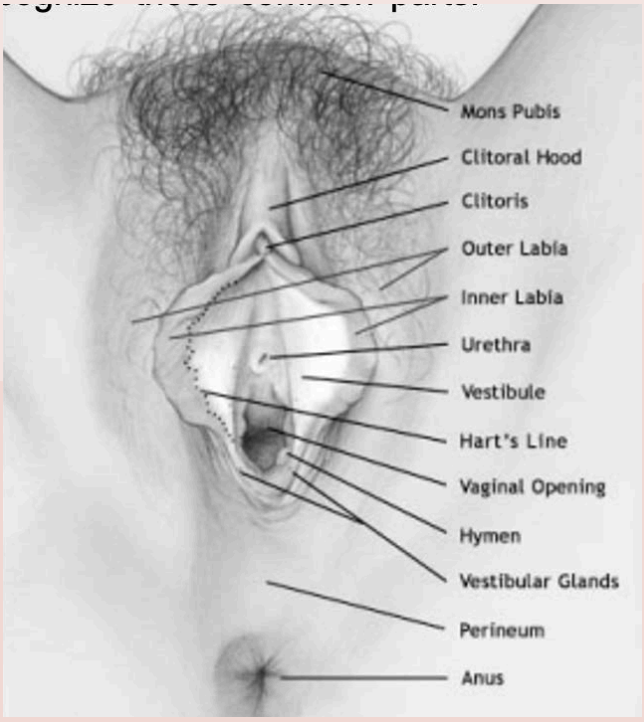

অভ্যন্তরীণ লয্াবিয়াও ক্লিটোরাল হুড থেকে যোনির নিচভাগ পযর্ন্ত অবস্থিত । লয্াবিয়া মিনোরায় চবির্ না থাকার কারনে এইগুলি পাতলা হয় । লয্াবিয়াতে হলুদ বিন্দুর মতো দেখতে ছোট সেবেসিয়াস (তেল) গর্ন্থি থাকতে পারে, অথবা পয্াপিলি থাকতে পারে, যা লয্াবিয়ার ভিতরের দিকে অবস্থিত ভিন্ন আকৃতির উঁচু-উঁচু গোলাপী বিন্দুর মতো দেখতে হয় । লয্াবিয়া মিনোরা গোলাপী থেকে বাদামী বা কালো – নানা রঙের হতে পারে, এর রঙ নিভর্র করে মহিলার শরীরের বাকি অংশের চামড়ার রঙের উপর । এটি কুঁচকানো বা মসৃণ হতে পারে। মাঝে মাঝে এটি লয্াবিয়া মেজোরার মাঝখান থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে । স্তনবৃন্তের মতো, বয়সন্ধিকালে এবং গভর্াবস্থার সময় বা লয্াবিয়া মিনোরার রঙ পরিবতর্ন হতে পারে গভর্াবস্থা – এই পরিবতর্নগুলি কিন্তু সব্াভাবিক ।

ভগাঙ্কুর

ভগাঙ্কুরটি লয্াবিয়া মিনোরা দুটি যেখানে মিলিত হয় তার নীচে অবস্থিত। ভগাঙ্কুরের মুখ আকারে মটরদানার চেয়ে ছোট বা আঙুলের ডগা থেকে বড় হতে পারে; এর আকার এবং যৌন সংবেদনশীলতা একেক বয্ক্তির একেক রকম। ভগাঙ্কুরটি পুরুষ লিঙ্গের মত যৌন উত্তেজনার সময় ঋজু হয়ে যায়।

ভেস্টিবিউল

এটি লয্াবিয়া মিনোরার ভিতরের এবং যোনিমুখের চারপাশের অঞ্চল। এটি একটি সব্াভাবিকভাবেই আদর্র এলাকা। এই অঞ্চলে অনেকগুলি গর্ন্থি তাদের নিঃসরণ নিগর্ত করে যা উত্তেজনার সাথে বৃদ্ধি পায়। মূতর্নালীর মুখ (যা মূতর্াশয়কে বাইরের সাথে সংযুক্ত করে) এই এলাকায়, যোনিমুখের ঠিক উপরে অবস্থিত। শৈশবে হাইমেন, অথর্াৎ একটি পাতলা ঝিল্লি, আংশিকভাবে যোনিমুখকে আবৃত করে রাখে। পর্াপ্তবয়স্কদের মধেয্ হাইমেনের অবশিষ্টাংশ যোনিমুখের চারপাশে একটি বলয়ের মত থেকে যায়। বহি:স্থ যৌনাঙ্গের চুলযুক্ত তব্ক এবং চুলহীন মসৃণ তব্কের মধেয্ কাল্পনিক রেখাকে "হাটর্স লাইন" বলা হয়।

ইন্টারনয্াশনাল সোসাইটি ফর দয্ স্টাডি অফ ভালভোভয্াজিনাল ডিসিস
রোগী-তথয্ কমিটি, সংশোধিত ২০২১
চিতর্ণ কপিরাইট ২০০৩ ডন ডয্ানবি